লোকপ্রশাসন সাময়িকী
চতুর্দশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৌষ ১৪০৬

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের কার্যকারিতা

মোঃ শফিকুল হক*

Effectiveness of Research Methodology Module in Foundation Training Course. *Md. Shafiqul Haque*

Abstract: *Research Methodology* is one of the important modules in Foundation Training Course (FTC). From this module trainee officers are expected to learn the meanings of research, different methods of data collection and techniques of writing a research report. This article is an attempt to examine whether *Research Methodology Module* is effective or not for the trainee officers of Foundation Training Course. 132 newly recruited officers of different cadres of Bangladesh Civil Service, who participated in the 22nd FTC have been interviewed for this study through a pre-tested questionnaire. Collected data have been analyzed by using simple statistics. The 132 officers who were interviewed have found *Research Methodology Module* effective though some more suggestions are offered by them to make it more pragmatic, practical and effective.

গবেষণা হচ্ছে এক ধরনের প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে জ্ঞানকে (knowledge) পরিমার্জন/পরিশীলন, যাচাই (verify), আবিস্কার (discover) এবং পরিবর্ধন (develop) করা হয় (তারেক, ১৯৯৩ঃ১২)। সমাজের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের মধ্যেই মূলতঃ সামাজিক গবেষণার শুরু (Bert Hoselitz, 1970:14)। সামাজিক গবেষণার ভূমিকা হলো সমাজের বিভিন্ন দল, গোষ্টি ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দাবী, প্রয়োজন, ইত্যাদিকে উপাত্ত হিসেবে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোচ্যসূচীতে পরিণত করা যাতে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং সবসময় কার্যকর থাকে (আনিসুজ্জামান, ১৯৯৩ঃ৭)। আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য বাস্তব ও সমস্যাকেন্দ্রীক গবেষণা কার্যক্রম বিশেষ প্রয়োজন। দেশের আর্থ-সমাজিক সমস্যাসমূহের নৈর্ব্যক্তিক ও যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ ছাড়া কোন বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব নয়। তাছাড়াও গবেষণার ফলাফল উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দিক্‌নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের চাকরির স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান ও মৌলিক প্রশিক্ষণ। দেশের উন্নয়ন সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে নবীন কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

---

* সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, বিপিএটিসি।

ক্ষমতা ও বৈশ্লিষক দক্ষতা (analytical skill) উন্নয়নের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের মধ্যে অন্যান্য মডিউলের পাশাপাশি 'গবেষণা পদ্ধতি' মডিউলটি অন্তর্ভূক্ত আছে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের ব্রসিউরে বিবৃত গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে (BPATC,1998:29) নিম্নরুপঃ

লক্ষ্যঃ গবেষণার অর্থ (meaning), উপাত্ত সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি, গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করা।

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীগণকে উপাত্ত সংগ্রহ ও শ্রেণীকরণ এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্ষম করে তোলা।

উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আওতায় গবেষণা পদ্ধতি মডিউলে নিম্নলিখিতি ৬টি অধিবেশন অন্তর্ভূক্ত আছে (BPATC, 1998: 29)ঃ

ক) গবেষণাঃ সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও ব্যবহার;
খ) উপাত্তের উৎস ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল;
গ) সমগ্রক, নমুনা ও নমুনায়ন পদ্ধতি;
ঘ) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কৌশল;
ঙ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণঃ শ্রেণীকরণ, সারণীকরণ ও চিত্রের ব্যবহার;
চ) গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল।

এ ছাড়াও এই মডিউল থেকে প্রাপ্ত তাত্তিক ধারণার ব্যবহারিক অনুশীলন হিসেবে 'মাঠ সমীক্ষা' শীর্ষক আরেকটি মডিউলও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটি অন্যতম প্রধান পাঠক্রম। চার মাস মেয়াদী এই পাঠক্রমে গবেষণা পদ্ধতি মডিলটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মডিউল হিসেবে বিবেচিত। কেন্দ্রের মূল্যায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক প্রতিটি বুনিয়াদি পাঠক্রমের নিয়মিত মূল্যায়ন হলেও পাঠক্রমের মডিউলভিত্তিক গবেষণা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পাঠক্রমের সমাপ্তি লগ্নে কর্মস্থলে ফেরার আকাঙ্ক্ষায় প্রশিক্ষণার্থীগণ যে ভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন তা সবসময় সম্পূর্ণ ও যথাযথ অর্থে নৈর্ব্যক্তিক নাও হতে পারে। তাছাড়া যে কোন পাঠক্রম বা মডিউলের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য গবেষণার কোন বিকল্প নেই। বর্তমান গবেষণায় বুনিয়াদি পাঠক্রমে গবেষণা পদ্ধতি মডিউল প্রশিক্ষণার্থীদের বিবেচনায় কতটুকু কার্যকর হচেছ তা অনুধাবনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। গবেষণার ফলাফল

আগামী বুনিয়াদি পাঠক্রমের গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের কার্যকারিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

বর্তমান গবেষণাটি বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বুনিয়াদি পাঠক্রমের আওতাধীন গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের কার্যকরিতা অনুধাবনের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সফলতা নির্ণয়;

খ) বুনিয়দি প্রশিক্ষণে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের গুরুত্ব অনুধাবন; এবং

গ) গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন;

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম সীমিত রাখা হয়েছেঃ

ক) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের ক্যাডার, চাকরিকাল ও Academic Background এর বিন্যাস;

খ) প্রশিক্ষণার্থীদের দাপ্তরিক কাজের সাথে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সম্পর্ক;

গ) গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের অন্তর্ভূক্ত ৬টি বিষয়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত;

ঘ) গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণার্থীদের সুপারিশ।

গবেষণা পদ্ধতি

১৯৯৮ সনের আগষ্ট-ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে অংশগ্রহণকারী ১৪২ জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলকেই উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে ১৩২ জন প্রশিক্ষর্ণাথীর নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্তের জন্য গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের প্রশিক্ষণ শেষে কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে একটি প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। প্রশ্নপত্র পদ্ধতিতে (Questionnaire Method) প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশ্নপত্রটি পূরণ করেন। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বই, পাঠক্রম নির্দেশিকা, প্রতিবেদন ইত্যাদি হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে সাধারণ পরিসংখ্যানীয় পদ্ধতি (গড়, মধ্যক, শতকরা হার ইত্যাদি) অনুসরণ করা হয়েছে। সারণীর মাধ্যমে উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় কেবল প্রশিক্ষণার্থীদের কেন্দ্রে অবস্থানকালীন মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। কর্মস্থলে বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতি মডিউল কতটুকু কী

ভাবে কাজে লাগছে তা জানার কোন প্রচেষ্টা এই গবেষণায় নেই। তাছাড়া গবেষণা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে কোন উপাত্ত গবেষণার জন্য সংগ্রহ করা হয় নি। সর্বোপরি এই গবেষণার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় সম্পূর্ণ এককভাবে স্বল্প পরিসরে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ফলাফল, উপসংহার ও সুপারিশ

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি পাঠক্রমের ১৩২ জন প্রশিক্ষণার্থীর মতামত সংগ্রহ করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীগণ ৭টি বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস ও একটি নন-ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা। ক্যাডার সার্ভিস গুলো হচ্ছে গণপূর্ত, টেলিকম, মৎস্য , অর্থনীতি, শুল্ক ও আবগারী, বিচার এবং প্রশাসন। নন- ক্যাডার সার্ভিস হচ্ছে সংসদ সচিবালয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে মৎস্য ক্যাড্যারের কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব সর্বাধিক এবং প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব সর্বনিম্ন। সামগ্রিকভাবে বিশেষায়িত ক্যাডার সার্ভিসে (গণপূর্ত, টেলিকম, মৎস্য ও বিচার) কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা মোট প্রশিক্ষণার্থীর দুই- তৃতীয়াংশ (সারণী১)।

সারণী -১। প্রশিক্ষণার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক চাকুরি কালের বিন্যাস

ক্যাডার	চাকুরি কাল (বছর)					মোট
	০-১	১-২	২-৩	৩-৪	৪-৫	
গণপূর্ত	২১ (৯১.৩০)	-	-	-	২ (৮.৭০)	২৩ (১৭.৪২)
টেলিকম	১৬ (১০০.০)	-	-	-	-	১৬ (১২.১২)
মৎস্য	৩৬(৯৪.৭৪)	-	-	-	২ (৫.২৬)	৩৮ (২৮.৭৯)
অর্থনীতি	১৮ (৮৫.৭১)	-	২ (৯.৫২)	-	১ (৪.৭৬)	২১ (১৫.৯১)
শুল্ক ও আবগারী	-	-	১০ (৭১.৪৩)	২ (১৪.২৮)	২ (১৪.২৮)	১৪ (১০.৬১)
বিচার	১১ (১০০.০)	-	-	-	-	১১(৮.৩৩)
প্রশাসন	১ (২৫.০)	২ (৫০.০)	-	-	১ (২৫.০)	৪ (৩.০৩)
নন-ক্যাডার (সংসদ সচিবালয়)	১ (২০.০)	৩ (৬০.০)	১ (২০.০)	-	-	৫ (৩.৭৯)
মোট	১০৪(৭৮.৭৯)	৫ (৩.৭৯)	১৩ (৯.৮৫)	২ (১.৫১)	৮ (৬.০৬)	১৩২(১০০.০)

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, ১৯৯৮। (বন্ধনীর ভেতর শতকরা হার দেখান হয়েছে)

দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি পাঠাক্রমের প্রশিক্ষণার্থীগণ চাকুরিতে নবীন এবং সবার চাকরিকালই ৫ বছরের নীচে। উপরন্তু তিন-চতুর্থাংশের অধিক প্রশিক্ষণার্থীর

চাকরিকাল ০-১ বছর (সারণী১)। প্রশিক্ষাণার্থীদের মধ্যে আনুপাতিক হারে প্রকৌশল ক্যাডারের (গণপূর্ত ও টেলিকম) কর্মকর্তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রীধারীর সংখ্যাই বেশী। এছাড়া উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী কৃষি ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়েছেন (সারণী২)।

সারণী - ২ । প্রশিক্ষণার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক Academic Background

ক্যাডার	Academic Background						মোট
	বিজ্ঞান	সমাজ বিজ্ঞান	কৃষি	আইন	কলা	বণিজ্য	
গণপূর্ত	২৩ (১০০.০)	-	-	-	-	-	২৩
টেলিকম	১৬ (১০০.০)	-	-	-	-	-	১৬
মৎস	-	-	৩৮ (১০০.০)	-	-	-	৩৮
অর্থনীতি	-	২০ (৯৫.২৪)	-	-	-	১ (৪.৭৬)	২১
শুল্ক ও আবগারী	২ (১৪.২৮)	৬ (৪২.৮৬)	-	-	৫(৩৫.৭১)	১ (৭.১৪)	১৪
বিচার	-	-	-	১১(১০০.০)	-	-	১১
প্রশাসন	২ (৫০.০)	১ (২৫.০)	-	-	১ (২৫.০)	-	৪
নন-ক্যাডার (সংসদ সচিবালয়)	৩ (৬০.০)	-	-	-	১ (২০.০)	১ (২০.০)	৫
মোট	৪৬ (৩৪.৮৫)	২৭ (২০.৪৫)	৩৮ (২৮.৭৯)	১১ (৮.৩৩)	৭ (৫.৩০)	৩ (২.২৭)	১৩২

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ; দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম; ১৯৯৮ । (বন্ধনীর ভেতর শতকরা হার দেখান হয়েছে)

প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের কর্মস্থলে যে সব কাজের সাথে জড়িত আছেন কিংবা ভবিষ্যতে জড়িত হবেন তার সাথে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সম্পর্ক গড় মানের। তবে মৎস্য ও অর্থনীতি ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থীদের কাজের সাথে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সন্তোষজনক সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে গণপূর্ত, শুল্ক ও আবগারী, বিচার এবং প্রশাসন ক্যাডারভুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের চাকুরির সাথে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সম্পর্ক সন্তোষজনক নয় (সারণী ৩)।

সারণী -৩। বর্তমান চাকুরির সাথে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সম্পর্ক

ক্যাডার	উত্তরদাতার সংখ্যা	সম্পর্ক		
		মান (Score)	গড়	ফলাফল (Median = ৩.৫। ৫.৪এর বেশী 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' ৪.৮-৫.৪ 'সন্তোষজনক' ৪.০ - <৪.৮ 'গড়মান'. <৪.০ 'সন্তোষজনক নয়')
গণপূর্ত	২৩	৭২	৩.১৩	সন্তোষজনক নয়
টেলিকম	১৬	৭২	৪.৫	গড় মান
মৎস	৩৮	১৮	৪.৮২	সন্তোষজনক
অর্থনীতি	২১	১০৭	৫.০৯	সন্তোষজনক
শুল্ক ও আবগারী	১৪	৪৫	৩.২১	সন্তোষজনক নয়
বিচার	১১	৩৬	৩.২৭	সন্তোষজনক নয়
প্রশাসন-	৪	৯	২.২৫	সন্তোষজনক নয়
নন-ক্যাডার (সংসদ সচিবালয়)	৫	২১	৪.২	গড় মান
মোট	১৩২	৫৪৫	৪.১৩	গড় মান

উৎসঃ প্রশ্নপত্র, জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, ১৯৯৮।

বুনিয়াদি পাঠক্রমের ব্রসিউরে বিবৃত গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের লক্ষ্য অর্জনে সফলতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, টেলিকম ও বিচার ক্যাডার এবং সংসদ সচিবালয়ের কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীদের বিবেচনায় লক্ষ্য অর্জনে আলোচ্য মডিউলটির সফলতা সন্তোষজনক। অবশিষ্ট ৭ টি ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত অনুযায়ী সফলতা গড় মানের। সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য অর্জনে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সফলতা গড় মানের (সারণী ৪)।

সারণী -৪। লক্ষ্য অর্জনে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সফলতা

ক্যাডার	উত্তরদাতার সংখ্যা	সফলতা		
		মান (Score)	গড়	(Median = ৩৫। ৫.৪এর বেশী 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' ৪.৮ - ৫.৪ 'সন্তোষজনক' ৪.০ < ৪.৮ 'গড়মান'; <৪.০ 'সন্তোষজনক নয়')
গণপূর্ত	২৩	১০৮	৪.৭	গড়মান
টেলিকম	১৬	৮০	৫.০	সন্তোষজনক
মৎস	৩৮	১৮২	৪.৭৯	গড়মান
অর্থনীতি	২১	৯৯	৪.৭১	গড়মান
শুল্ক ও আবগারী	১৪	৬৬	৪.৭১	গড়মান
বিচার	১১	৫৩	৪.৮২	সন্তোষজনক
প্রশাসন	৪	১৪	৩.৫	সন্তোষজনক নয়
নন-ক্যাডার (সংসদ সচিবালয়)	৫	২৪	৪.৮	সন্তোষজনক
মোট	১৩২	৬২৬	৪.৭২	গড় মান

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম,১৯৯৮।

পাঠক্রম নির্দেশিকায় গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের বিবৃত উদ্দেশ্য হচেছ- প্রশিক্ষণার্থীগণকে উপাত্ত সংগ্রহ ও শ্রেণীকরণ এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্ষম করে তোলা। সামগ্রীক বিবেচনায় মডিউলের উদ্দেশ্য অর্জনে প্রশিক্ষণার্থীগণের সফলতা সন্তোষজনক। তবে এ ক্ষেত্রে মৎস্য, অর্থনীতি, শুল্ক ও আবগারী এবং প্রশাসন ক্যাডারের প্রক্ষিণার্থীদের সফলতা গড়মানের (সারণী৫)।

সারণী -৫ । গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের উদ্দেশ্য অর্জনে প্রশিক্ষণার্থীদের সফলতা

ক্যাডার	উত্তরদাতার সংখ্যা	সফলতা		
		মান (Score)	গড়	ফলাফল (Median=৩৫। ৫.৪ এর বেশী 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' ৪.৮ - ৫.৪ 'সন্তোষজনক' ৪.০ - < ৪.৮ 'গড়মান' < ৪.০ 'সন্তোষজনক নয়'
গণপূর্ত	২৩	১১৭	৫.০৮	সন্তোষজনক
টেলিকম	১৬	৮১	৫.০৬	সন্তোষজনক
মৎস	৩৮	১৮৪	৪.৮৪	সন্তোষজনক
অর্থনীতি	২১	৯৯	৪.৭১	গড় মান
শুল্ক ও আবগারী	১৪	৬৫	৪.৬৪	গড় মান
বিচার	১১	৪৯	৪.৪৫	গড় মান
প্রশাসন	৪	১৯	৪.৭৫	গড় মান
নন-ক্যাডার(সংসদ সচিবালয়)	৫	২৫	৫.০	সন্তোষজনক
মোট	১৩২	৬৩৯	৪.৮৪	সন্তোষজনক

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, ১৯৯৮।

সামগ্রিকভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান কাজের সাথে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সম্পর্ক গড়মানের হলেও বুনিয়াদি পাঠক্রমে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সন্তোষজনক গুরুত্ব চিহ্নিত হয়েছে। তবে শুধুমাত্র শুল্ক ও আবগারী ক্যাডারভুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের বিবেচনায় বুনিয়াদি পাঠক্রমে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের গুরুত্ব গড় মানের (সারণী৬)।

সারণী -৬। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের গুরুত্ব

ক্যাডার	উত্তরদাতার সংখ্যা	গুরুত্ব		
		মান (Score)	গড়	ফলাফল (Median = ৩৫। ৫.৪ এর বেশী 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' ৪.৮ - ৫.৪ 'সন্তোষজনক' ৪.০- <৪.৮ 'গড়মান' <৪.০ 'সন্তোষজনক নয়'
গণপূর্ত	২৩	১২২	৫.৩০	সন্তোষজনক
টেলিকম	১৬	৮৫	৩.৩১	সন্তোষজনক
মৎস	৩৮	২০৫	৫.৩৪	সন্তোষজনক
অর্থনীতি	২১	১১৮	৫.৬২	অত্যন্ত সন্তোষজনক
শুল্ক ও আবগারী	১৪	৬৫	৪.৬৪	গড় মান
বিচার	১১	৫৭	৫.১৮	সন্তোষজনক
প্রশাসন	৪	২১	৫.২৫	সন্তোষজনক
নন-ক্যাডার(সংসদ সচিবালয়)	৫	২৭	৫.৪	সন্তোষজনক
মোট	১৩২	৬৯৮	৫.২৯	সন্তোষজনক

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম,১৯৯৮।

গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের মোট ৬ টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত । বিষয়গুলো হলো- গবেষণাঃ সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও ব্যবহার; উপাত্তের উৎস ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল; সমগ্রক, নমুনা ও নমুনায়ন পদ্ধতি; প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কৌশল; উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণঃ শ্রেণীকরণ, সারণীকরণ ও চিত্রের ব্যবহার; এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল। সামগ্রিক বিবেচনায় গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের আওতাধীন উপর্যুক্ত ৬টি বিষয়ের কার্যকারিতা সন্তোষজনক (সারণী ৭)

সারণী -৭ । গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের অর্ন্তভূক্ত বিষয়সমুহের (Topics) কার্যকারিতা

বিষয়সমূহ	কার্যকারিতা (N-১৩২)		
	মান (Score)	গড়	ফলাফল (Median - ৩৫। ৫.৪ এর বেশী 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' ৪.৮-৫.৪' 'সন্তোষজনক';৪.০-<৪.৮' গড়মান'; <৪.০' 'সন্তোষজনক নয়')
১) গবেষণাঃ সংজ্ঞা,প্রকার ও ব্যবহার	৬৭০	৫.০৭	সন্তোষজনক
২) উপাত্তের উৎস ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল	৬৭৬	৫.১২	সন্তোষজনক
৩) সমগ্রক, নমুনা ও নমুনায়ন পদ্ধতি	৬৫৭	৪.৯৮	সন্তোষজনক
৪) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কৌশল	৬৮২	৫.১৭	সন্তোষজনক
৫) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণঃ শ্রেণীকরণ, সারণীকরণ ও চিত্রের ব্যবহার	৬৯৫	৫.২৬	সন্তোষজনক
৬) গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল	৬৮১	৫.১৬	সন্তোষজনক
মোট	৪০৬১	৫.১৩	সন্তোষজনক

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, ১৯৯৮।

মডিউলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের কার্যকারিতা বিশ্লেষণে প্রশিক্ষণার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক মতামত অনুযায়ী, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে কার্যকারিতা গড় মানের। সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের মতে 'প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কৌশল' এবং 'উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণঃ শ্রেণীকরণ সারণীকরণ ও চিত্রের ব্যবহার' শীর্ষক বিষয় দুইটির কার্যকরিতা সন্তোষজনক। অবশিষ্ট চারটি বিষয়ের কার্যকারিতা গড় মানের। প্রশাসন ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থীদের বিবেচনায় 'উপাত্তের উৎস ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল' 'সমগ্রক, নমুনা ও নমুনায়ন পদ্ধতি' ও 'প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কৌশল' শীর্ষক বিষয় তিনটির কার্যকারিতা গড় মানের। অবশিষ্ট বিষয়সমূহের কার্যকারিতা সন্তোষজনক এবং অত্যন্ত সন্তোষজনক। শুল্ক ও আবগারী ক্যাডারভুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের বিবেচনায় 'প্রশ্নপত্র প্রণয়ন শীর্ষক কৌশল বিষয়ের কার্যকারিতা গড় মানের এবং অবশিষ্ট পাঁচটি বিষয়ের কার্যকারিতা সন্তোষজনক (সারণী ৮)।

সারণী-৮। গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের (Topics) কার্যকারিতা

(ক্যাডার ভিত্তিক মতামত)

ক্যাডার	বিষয়ভিত্তিক কার্যকারিতা						
	গবেষণাঃ সংজ্ঞা, প্রকার ও ব্যবহার	উপাত্তের উৎস ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল	সমগ্রক নমুনা ও নমুনায়ন পদ্ধতি	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কৌশল	উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ঃ শ্রেণীকরণ সারণী করণ ও চিত্রের ব্যবহার	গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল	মোট
	ফলাফল (Median – 35)। ৫.৪ এর বেশী ' অত্যন্ত সন্তোষজনক' ৪.৮-৫.৪' সন্তোষজনক ; ৪.০-<৪.৮' গড়মান; <৪.০' সন্তোষজনক নয়'						
গণপূর্ত	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
টেলিকম	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	অত্যন্ত সন্তোষ জনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
মৎস	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
অর্থনীতি	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
শুল্ক ও আবগারী	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	গড় মান	অত্যন্ত সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
বিচার	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক		সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
প্রশাসন	সন্তোষজনক	গড় মান	গড় মান	গড় মান	অত্যন্ত সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
নন-ক্যাডার (সংসদ সচিবালয়)	গড় মান	গড় মান	গড় মান	সন্তোষ জনক	সন্তোষজনক	গড় মান	সন্তোষ জনক
মোট	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম,১৯৯৮।

গবেষণা পদ্ধতি মডিউলে সংযোজনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীগণ যেসব নতুন বিষয়ের প্রস্তাব করেছেন তার মধ্যে অনুকল্প প্রমাণকরণ, প্রশ্নপত্র, প্রণয়ন, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে কম্পিউটার ব্যবহার এবং কালীন সারি বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য।

প্রশিক্ষণার্থীগণ গবেষণা পদ্ধতি মডিউলে মানোন্নয়নের জন্য যেসব সুপারিশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৫টি সুপারিশ হচ্ছে (সারণী-১০) ঃ অনুশীলনী অধিবেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি (৪৩ জন), অধিবেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি (২৮ জন), প্রমশ্নপত্র প্রণয়নের উপর অনুশীলন অধিবেশন (২৩ জন), লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে টার্ম পেপার (২০ জন) ও প্রতিবেদন প্রণয়নের উপর অনুশীলনী অধিবেশন (১৩ জন)।

সারণী-১০। গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণার্থীদের সুপারিশ

প্রস্তাবিত বিষয়সমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
১. প্রশ্নপত্র প্রণয়নের উপর অনুশীলনী অধিবেশন	২৩	১৭.৪২
২.প্রতিবেদন প্রণয়নের উপর অনুশীলনী অধিবেশন	১৩	০৯.৮৫
৩. অধিবেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি	২৮	২১.২১
৪. অনুশীলনী অধিবেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি	৪৩	৩২.৫৭
৫. লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে টার্ম পেপার	২০	১৫.১৫

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, ১৯৯৮।

গবেষণা পদ্ধতি মডিউলটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ মডিউল হিসেবে বিবেচিত। দেশের আর্থসামাজিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও এর সমাধানের জন্য বাস্তব ও সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণার কোন বিকল্প নেই। দেশের উন্নয়ন সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে নবীন কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা ও বৈশ্লিষক দক্ষতা (analytical skill) উন্নয়নের ক্ষেত্রেও 'গবেষণা পদ্ধতি' মডিউলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের কার্যকারিতা সন্তোষজনক হিসেবে চিহ্নিত হলেও এর মানোন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। মডিউলটির মানোন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে এর কার্যকারিতা বাড়ানো যেতে পারেঃ

১) 'অনুকল্প প্রমাণকরণ', 'প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে কম্পিউটার ব্যবহার' এবং 'কালীন সারি বিশ্লেষণ' এই ৩টি বিষয় সংযোজন।

২) 'সমগ্রক, নমুনাও নমুনায়ন পদ্ধতি', 'প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কৌশল', এবং 'উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণঃ শ্রেণীকরণ, সারণীকরণ ও চিত্রের ব্যবহার' - এই তিনটি বিষয়ের জন্য অন্ততঃ একটি করে অনুশীলনী অধিবেশনের ব্যবস্থা করা।

তথ্য নির্দেশিকা

আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ (১৯৯৩)। উন্নয়নে সামাজিক গবেষণার ভূমিকা। নাসিরউদ্দীন আহমেদ ও আ.ক.ম. মাহবুবুজ্জামান (সম্পাদিত)। *সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি*। ঢাকাঃ গবেষণা ও উপদেশনা বিভাগ, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার,ঢাকা।

তারেক, মোহাম্মদ (১৯৯৩)। গবেষণা সংজ্ঞা, নকশা, পদ্ধতি ও প্রকারভেদ। নাসির উদ্দীন আহমেদ ও আ.ক.ম. মাহবুবুজ্জামান (সম্পাদিত)। *সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি*। ঢাকাঃ গবেষণা ও উপদেশনা বিভাগ, বাংলাদেশ লোক- প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

Bert Hoselitz (ed.) (1970). *A Reader's Guide to Social Sciences*. New York: The free press.

BPATC (1998). *Course Guidelines*. Twenty- Second Foundation Training Course. Dhaka : Bangladesh public Administration Training Center, Savar Dhaka.